হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

ক্লিওপেট্রা

অনুবাদ : আমিনুল ইসলাম
সম্পাদনা : শতাব্দী কাদের

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

ক্লিওপেট্রা

অনুবাদ : আমিনুল ইসলাম

সম্পাদনা : শতাব্দী কাদের

© : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০২৫

প্রচ্ছদ : পরাগ ওয়াহিদ

প্রকাশক : জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

মূল্য : ৩৭৫৳

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১

পূর্বকথা

এক

সম্প্রতি একটি সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি মিসরের লিবিয়ান পাহাড়ের পাদদেশে অ্যাবাউদিস শহরের একটি পুরোনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের পেছনে। জায়গাটিতে দেবতা ওসাইরিসের সম্ভাব্য সমাধিক্ষেত্র আছে বলে মনে করা হতো।

সদ্য আবিষ্কৃত এই সমাধিক্ষেত্রটিতে পাওয়া গেছে তিনটি কফিন। সেগুলোর একটিতে আছে প্রাচীন এক চরিত্র হার্মাচিসের জীবনী। বাকি দুটি কফিন ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। কফিন দুটি নিশ্চিতভাবেই ছিল প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাত আর তার স্ত্রীর। কারণ, তারাই ছিল বীর হার্মাচিসের বাবা ও মা।

*

আমার এক চিকিৎসক বন্ধু অ্যাবাউদিসে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে সে কিছু মানুষের কাছে এই সমাধিক্ষেত্র আবিষ্কারের কথা জানতে পারে। সমাধিক্ষেত্রটি দেখার আগ্রহ জাগলে সেই জায়গা ভ্রমণে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় সে। এরপর যা ঘটে, সেটুকু তার নিজের কথাতেই এবার জানাচ্ছি, ঠিক যেভাবে আমাকে সে লিখেছিল :

সেখানে যাওয়ার পর প্রথম রাতটা আমি একটা মন্দিরের পাশে খোলা আকাশের নিচে কাটাই। পরদিন ভোরে আকাশে যখন রক্তিম সূর্য দেখা দেয়, তখন আমি রওনা দিই। আমার সাথে আরও একজন। ওর কাছে একটা আংটি পেয়েছি। তোমাকে ওটা পাঠাচ্ছি। রওনা দেওয়ার পর বেশি সময় লাগেনি ওখানে পৌঁছাতে। ঘণ্টাখানেক হবে। জায়গাটা নির্জন, ভৌতিক, নীরব। পায়ের নিচে বালু। রোদে ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে যায় ওগুলো। জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে পুড়ে বাদামি হয়ে যাওয়া পাথর। পায়ের নিচের বালু একপর্যায়ে এতই গরম হয়ে যায় যে বাধ্য হয়ে আমি গাধার পিঠে চেপে বসি। তারপর একসময় ওখানে পৌঁছে যাই। একটা পাথরের নিচেই ছিল গর্তটা। হামাগুড়ি দিয়ে সেখানে প্রবেশ করলাম আমরা। বুঝতে অসুবিধা হলো না যে এই গর্ত মানুষের তৈরি নয়, হয়তো শিয়ালে করেছিল। তারপর এটা আবিষ্কৃত হয়। ভেতরটা ঠান্ডা। একটা বড় গুহায় ঢুকে মোমের আলোয় দেখতে পাই প্রাচীন

টলেমি যুগের কাজ দেয়ালজুড়ে। এরপর সেখান থেকে দড়ি বেঁধে আরও নিচে নামতে হলো। আমার সঙ্গী আলি আমার আগেই নেমে মোম ধরায়। আর সাথে সাথেই সেখানে থাকা শত শত বাদুড় জেগে ওঠে। জায়গাটায় নামার পর কফিনের ভাঙা ভাঙা টুকরো দেখলাম। আরব তস্করেরা এগুলো করেছে। ভাঙা অংশগুলো দুটো মমির। একটা মমি পুরুষের, একটা নারীর। তাতে প্রাচীন মিসরীয় লিপি উৎকীর্ণ। আমি সেগুলো পড়তে না জানায় বুঝতে পারলাম না কী লেখা আছে। তবে পরে জানতে পারি, ওই মমি দুটো পুরোহিত আমেনেমহাত ও তার স্ত্রীর। পুরুষ মমির মানুষের মাথা কামিয়ে ফেলা হয়েছিল। যথেষ্ট বৃদ্ধ অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন তিনি।

'আসুন, মমিটা ওখানে।' আলি আমাকে ডাকে। আমি তাকিয়ে বিরাট একটা মমি দেখতে পাই। এটা অযত্ন আর অবহেলায় কাত হয়ে পড়ে আছে।

এগিয়ে গিয়ে আমি কফিনটা পরীক্ষা করি। ভালোভাবে বানানো হলেও কফিনটা সাধারণ দেবদারু কাঠেরই তৈরি–ওর গায়ে কোনো লিপি বা দেবদেবীর ছবিও অঙ্কিত নেই।

'এমন কোনো কফিন আগে কখনোই দেখিনি আমি,' আলি বলে উঠল। 'অদ্ভুত বটে। এমন হওয়ার কথা নয়। তাদের কোনো মমিই এমন হয় না। এ রকম হওয়ার একটাই কারণ, নিশ্চিতভাবেই মানুষটাকে ভীষণ তাড়াহুড়োয় কবর দেওয়া হয়েছিল। তাই সাজানো হয়নি।'

সাধারণ আকৃতির কফিনটার দিকে তাকালাম। ওটা স্পর্শ করার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না আমার। মানুষের মৃতদেহ নিয়ে নাড়াচাড়া খুব একটা পছন্দ নয় আমার। কিন্তু কফিনটা দেখার সাথে সাথেই আমার কৌতূহলী মন জেগে উঠতে শুরু করে। আলি একটা হাতুড়ি আর গজাল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। তাই দেরি না করে কাজে লেগে গেল সে। ওকে দেখে অভিজ্ঞতা নিয়ে ধারণা করা যায়, সে একজন দক্ষ খননকারী। আলি আরও একটা জিনিস খেয়াল করতে বলল আমাকে, বেশির ভাগ মমির কফিনই টুকরো কাঠ দিয়ে আটকানো থাকে, এটা আটকানো হয়েছে মোট আটটা কাঠের টুকরো দিয়ে। সাধারণ সব কফিনের থেকে যা অনেক বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক বেশি নিরাপত্তার জন্য এটা করা হয়েছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আপ্রাণ চেষ্টা করে কফিনের মজবুত ডালা খোলা হলো। তার মধ্যে বেশ পুরু করে ছড়িয়ে রাখা মসলার নিচে ছিল দেহটা।

**

আলি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। কারণ, এই মমিটা অন্য সব মমির মতো ছিল না। মমিকে সাধারণত চিত করে রাখাই রীতি। কিন্তু এই মমিটা পাশ ফেরানো অবস্থায় আছে। আর এর বাইরে মমিটার হাঁটু সামান্য বাঁকা। এ

ছাড়া টলেমি যুগের চল হিসেবে মুখে যে সোনালি মুখোশ বসানো হয়, সেটা ছিল বেশ চাপা!

আলির মুখে অল্প হাসি দেখা গেল, 'ওহ্, আচ্ছা, এই ব্যাপার!'

'কী বুঝলে?'

'বুঝলাম, এখানে ঢোকানোর সময় মানুষটা জীবিত ছিল।'

'বাজে বকবে না। এমন অদ্ভুত মমির কথা কেউ শোনেনি আগে।'

দুজনে মিলে মমিটা সরালাম আর দেখতে পেলাম মসলার মাঝে প্যাপিরাসের একটা বান্ডিল। আলি ওটা নেওয়ার ইচ্ছায় তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছু বলল না। কারণ, চুক্তি অনুযায়ী এখানে প্রাপ্ত সমস্ত জিনিস আমার। মমির দেহের সমস্ত ব্যান্ডেজ আমরা ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করলাম। আর তখন মুখের কাছে পেলাম প্যাপিরাসের দ্বিতীয় বান্ডিলটা। আর তারপর আরও খোলার পর হাঁটুর কাছে পেলাম আরও একটা। দেহটা শুকিয়ে মমি করা হয়নি। সাধারণত এ কাজে ৭০ দিন সময় নেওয়া হতো। স্পষ্টভাবেই এখানে সবই তাড়াহুড়োয় করা হয়েছে। আর স্বাভাবিকভাবেই মুখটা ভয়ংকর দেখাচ্ছে। কিন্তু সেটা এতই বেশি যে আলির মতো অভিজ্ঞ মানুষও ভয় পেয়ে প্রার্থনা শুরু করল। দেহটা মধ্যবয়সী এক পুরুষের। দেহ শক্ত-সমর্থ, চওড়া কাঁধ। লম্বা দেহ। একটা পায়ের হাড় ভাঙা।

কাজ শেষ করার পর এবার বিরক্ত লাগতে শুরু করল। ধুলো, মসলা চারদিকে। মনে হচ্ছে আমাকেও যেন কবর দেওয়া হয়েছে।

যা-ই হোক। লিখতে লিখতে ক্লান্ত লাগছে। এখন আমি যে জাহাজে আছি, ওটাও দুলছে। এই চিঠি পাঠানোর কিছুদিন পর আমি লন্ডনে আসব। তখন দেখা যাবে প্যাপিরাসের বান্ডিলে কী আছে। আর তোমাকে বলব ওই সমাধিক্ষেত্র থেকে বের হওয়ার পর কী কী হয়েছে, কীভাবে জীবন নিয়ে পালিয়েছি।

**

বন্ধু ঠিক সময়ে চলে আসে লন্ডনে। আমরা প্যাপিরাসের বান্ডিল নিয়ে মিসরের প্রাচীন লিপিবিশেষজ্ঞ এক বন্ধুর কাছে যাই।

তিনি অবিশ্বাস্য গলায় বললেন, 'এটা কোনো সাধারণ মানুষের নয়। ক্লিওপেট্রার সময়ের একজনের কাহিনি। সেই বিখ্যাত ক্লিওপেট্রার গল্প, যার সাথে জড়িয়ে আছে অ্যান্টনি।'

তারপর তিনি উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠেন, 'আমি অবশ্যই পুরো প্যাপিরাসের অনুবাদ করব। মহামূল্যবান এক রত্ন নিয়ে এসেছ তোমরা।'

একসময় অনুবাদের কাজ শেষ হলো। বইও ছাপা হয়ে গেল। আর এখন সেই করুণ কাহিনি শুনুন আপনারা।

প্যাপিরাস ১

১

হার্মাচিসের জন্ম ও হ্যাথর্সের ভবিষ্যদ্বাণী

পবিত্র ওসাইরিসের নামে শপথ করে বলছি, আমি এই মুহূর্তে যে কাহিনি বলতে যাচ্ছি, তার প্রতিটি অক্ষর সত্য।

আমি হার্মাচিস। বংশপরম্পরায় পবিত্র মন্দিরের পুরোহিত, পূর্ব মিসরের ফারাও। ঈশ্বর কর্তৃক অধিকারপ্রাপ্ত যুগ্ম মুকুটের অধিকারী রাজবংশের রক্ত আমার শরীরে প্রবহমান। হ্যাঁ, আমিই ফারাওদের উত্তরাধিকারী। আমি হার্মাচিস, যে আশায় ভরা প্রস্ফুটিত পুষ্পকে দূরে নিক্ষেপ করেছিল, ঐতিহ্যময় গৌরবের পথ যে ত্যাগ করেছিল, যে ঈশ্বরের বাণীকে ভুলে গিয়ে এক নারীর মোহে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি হার্মাচিস, সীমাহীন পাপী একজন মানুষ, মরুভূমির কূপে সঞ্চিত জলের মতোই আমার মধ্যেও জমে ছিল অসীম পাপ, যে সব রকম লজ্জার স্বাদ গ্রহণ করেছিল, যে বিশ্বাসহন্তা, যে ভবিষ্যতের সমস্ত গৌরব বিসর্জন দিয়েছিল, যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ—অ্যাবাউদিসের মন্দিরে ঘুমন্ত মহান ওসাইরিসের নামে শপথ করে এই সম্পূর্ণ সত্য কাহিনি লিখতে যাচ্ছি।

মিসর! খেমের প্রিয়তম ভূমি, যার কালো মাটি আমার দেহ লালন করেছে, যে দেশের সাথে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। হে ওসাইরিস! আইসিস! হোরাস! মিসরের দেবতাগণ, আপনাদের সাথে করা প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করেছি। মিসরের গগনস্পর্শী দেবমন্দির, সেখানেও আমি এক বিশ্বাস ভঙ্গকারী। প্রাচীন ফারাওগণ, আপনাদের সাথেও আমি করেছি অন্যায়। পূরণ করতে পারিনি আপনাদের প্রত্যাশা। আমার কথা শুনুন। আমার এই মৃত্যুর সময়ে আপনারাই সাক্ষী থাকুন যে আমি মৃত্যুর আগে সত্য বলছি। আমি যখন এই ঘটনা লিখছি, তখনো কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি উর্বর ভূমি পেরিয়ে প্রবাহিত নীল নদের রাঙা ধারাকে। যেন রক্ত মিশে আছে। আমার চোখের সামনে দূরে আরবীয় পাহাড়শ্রেণির বুকে আকাশের ভাসমান টকটকে লাল সূর্যদেব তার সমস্ত কিরণ ঢেলে চলেছে। অ্যাবাউদিসের মন্দিরের পুরোহিত এখনো তার প্রার্থনা চালিয়ে যাচ্ছেন, যিনি কিনা এখন আর আমাকে চেনেন না। বন্দী টাওয়ারের এই নির্জন ঘর থেকে লজ্জিত আমি এখনো দেখতে

পাচ্ছি উড়ন্ত আমার সেই পতাকা। অ্যাবাউদিসের জনস্রোতের উল্লাস শুনতে পাচ্ছি। আমার কানে ভেসে আসছে প্রার্থনাসংগীত–অ্যাবাউদিস, আমার হারানো অ্যাবাউদিস, দেহের খাঁচায় আবদ্ধ প্রাণ তোমার কাছেই ছুটে যেতে চাইছে! কারণ, এমন দিন আসবে, যখন মরুর ওই বালুকা তোমার সমস্ত গোপনীয়তা ঢেকে দেবে! দেবতাদের ধ্বংস আসন্ন, নতুন বিশ্বাসে ধ্বংস হয়ে যাবে দেবতারা; শুধু আমার, শুধু আমার জন্যই এ সমস্ত অন্যায় হবে। এখন আমার চোখ থেকে জলের বদলে রক্ত গড়ায়। আমি শুধুই লজ্জা আর অপশক্তিকে ডেকে নিয়ে এসেছি। এবার সেই কাহিনিই বলতে যাচ্ছি।

এই অ্যাবাউদিসেই আমার জন্ম। আমার নাম হার্মাচিস, আর আমার বাবা শেঠ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। আমার জন্মের দিনে আরও একজনের জন্ম হয়, মিসরের রানি ক্লিওপেট্রার। আমার যৌবন কেটেছিল চারপাশের খেতখামারে নিযুক্ত নিচুতলার মানুষদের কাজ দেখে আর বিশাল মন্দিরে ঘোরাফেরা করে।

মায়ের বিষয়ে আমি প্রায় কিছুই বলতে পারি না। আমি খুব ছোট থাকতেই তিনি মারা যান। বৃদ্ধ আতোয়া আমাকে জানিয়েছেন, মা মারা যাওয়ার আগে, টলেমি অলেটের রাজত্বকালে, মিসরীয় রাজবংশের সোনার তৈরি সর্পচিহ্নিত প্রতীক আমার মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। এতে সবাই ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল। তাদের ভাষ্যমতে, মা নিজে থেকে করেননি এমনটা। তারা ধরে নেয়, মায়ের ওপর ঐশ্বরিক কিছু ভর করেছিল। আর সেই আচরণটাই ছিল একটা সংকেত যে ম্যাসিডোনিয়ার প্রভুত্বের দিন শেষ হতে চলেছে। আর তারপর মিসরের রাজশাসনের দায়ভার মিসরের প্রকৃত রাজবংশের হাতেই ফিরে যাবে। কিন্তু বাবা, বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাত, ফিরে এসে যখন দেখলেন তার মৃত্যুপথযাত্রী স্ত্রী কী করেছেন, তিনি স্বর্গের দিকে অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে দুহাত তুলে প্রার্থনা শুরু করলেন। আর বাবা যেহেতু একজন অনুগত সৃষ্টি ছিলেন, তাই হ্যাথর্সে প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে মায়ের মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দান করেন। আর তারপর মা শক্তি সঞ্চয় করে আমার কাছে এলেন। তখন আমি দোলনায় ঘুমন্ত। মা আমার সামনেই ঈশ্বরকে প্রণাম করে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে চললেন, 'আমার গর্ভের সন্তান, তোমাকে অভিবাদন জানাই। জানাই ফারাওদেরও। অভিবাদন জানাই তাকে, যিনি এই দেশকে মুক্ত করবেন, হে আইসিসের বংশধর, তোমাকে অভিনন্দন জানাই। তোমার উদ্দেশে বলতে চাই, নিজেকে পবিত্র রেখো, তুমিই মিসর শাসন করবে। কিন্তু তুমি যদি সৃষ্টিকর্তার নেওয়া পরীক্ষায় বিফল হও, তবে মুহূর্তেই অভিশাপ বর্ষিত হবে এই মিসরে।

'তোমার পূর্বপুরুষদের অভিশাপ থেকে তুমি মুক্ত করবে এই ঐশ্বরিক ভূমিকে। এর মধ্য দিয়ে উদ্ধার করবে মহান মাতৃভূমিকে। তাদের গর্বিত করবে, যারা সেই হোরাসের পূর্ব থেকে শাসন করে আসছেন এই ভূমি। যদি তুমি দেবতাদের পরীক্ষায় বিফল হয়ে পাপের পথে হাঁটো, তাহলে জীবনে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত হবে আর মৃত্যুর পর ওসাইরিসও তোমাকে ঠাঁই দেবেন না। তোমাকে দাঁড়াতে হবে আমেনতির বিচারকদের সামনে। তারা তোমার বিচার করবেন। শেঠ আর শেখেতরা তোমাকে পাপের শাস্তি দেবেন তত দিন পর্যন্ত, যত দিন না তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আর তোমার পাপের ফল মিসরকে বয়ে বেড়াতে না হয়। মিসর দখলকারী মিথ্যা দেবতারা হারিয়ে যায় আর আবার এই ভূমির মন্দিরে মন্দিরে সত্য দেবতার পূজা শুরু হয় এবং সেই সাথে মুছে যায় অত্যাচারী বিদেশির পদচিহ্ন। তোমাকে আমি আবারও সাবধান করছি, যদি তুমি নিজেকে আর পূর্বপুরুষদের পবিত্র রক্তকে পাপের সাগরে ডুবিয়ে ভুল করো, নিজের বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হও, তবে এই শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে।'

যখন এই সমস্ত কথা বলে মা থামলেন, তখনই তার মধ্য থেকে আত্মা বেরিয়ে গেল। তিনি আর মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। নিজের জ্ঞান হারিয়ে আমার দোলনার ওপর পড়ে গেলেন। আর সেই সাথে তিনি সেই স্থানেই মৃত্যুবরণ করলেন। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আমি কাঁদতে লাগলাম।

আমার বাবা ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আর হঠাৎ করেই পুরো বিষয়টা অনুধাবন করতে পেরে ভয়ে কাঁপতে শুরু করলেন। কারণ, মায়ের মুখ দিয়ে যা বলা হয়েছে, তা কোনো সাধারণ কথা ছিল না। তা ছিল মূলত মহান হ্যাথর্সের বাণী। এর বাইরেও আমি প্রধান পুরোহিতের সন্তান হওয়ায় এই ঘটনার প্রভাব অনেক বেশি হবে। একই সাথে এই কথার মানে সিংহাসনের বিরুদ্ধে যাওয়া। বাইরে এসব কথা প্রচারিত হলে টলেমির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল বলে ধরা হবে। স্বাভাবিকভাবেই যে কেউ বুঝে যাবে যে রাজার কানে গেলে এমন ঘটনায় সম্ভাব্য কী হতে পারে। তাই তিনিও সেই ভয় পেলেন। ভুলেও যদি শাসক টলেমি বিষয়টা জানতে পারেন, তবে তার ঘাতকদের পাঠিয়ে দেবেন, সন্তানকে হত্যা করে এই ভবিষ্যদ্বাণীর ইতি টানবেন। তাই বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন, এই ঘটনা তিনি প্রকাশ হতে দেবেন না। প্রথমেই দরজা বন্ধ করে ওখানে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের সকলকেই তিনি ঈশ্বর আর আমার সদ্য মৃত মায়ের আত্মার নামে শপথ করিয়ে নিলেন কোনোভাবেই তারা যেন কিছু প্রকাশ না করেন। ওখানে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন আমার মায়ের ধাত্রী আতোয়া। তিনি আমার মাকে খুবই পছন্দ করতেন। কিন্তু অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ–যেখানেই যাই, যত শক্তি বা ভয়ই দেখানো হোক না কেন,

কোনো স্ত্রীলোককেই শপথ করানো অর্থহীন, কারণ, তাদের জিব কখনোই বেঁধে রাখা যায় না। আর স্বাভাবিকভাবে যা হওয়ার তা-ই হলো, কিছুদিন পর যখন ঘটে যাওয়া ঘটনার ভয় মন থেকে দূর হয়ে গেল, তখন আর ওই প্রতিজ্ঞার কথা তার মনেই ছিল না। শুধু ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্যই তার মনে গেঁথে ছিল। ফলে যা হওয়ার তা-ই হলো। একদিন তিনি ওই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানালেন তার মেয়েকে। আর সেই মেয়েটি মোটেও দূরের কেউ নন, আমার ধাত্রীমা। তিনিই আমাকে লালন-পালন করেছেন। মায়ের মৃত্যুর পর তার দুধ পান করেই আমি বেড়ে উঠেছি। আতোয়া ঠিক পরিকল্পনা করে না বললেও কথা প্রসঙ্গে তার মেয়েকে বলেছিলেন আমাকে যেন বেশি বেশি যত্ন করা হয়, কারণ, একদিন আমিই ফারাও হয়ে মিসর থেকে টলেমিদের তাড়াব। মেয়েটির স্বামী ছিলেন একজন ভাস্কর, তিনি গোরস্থানের জন্য কাজ করতেন। ওখানে মূর্তি নির্মাণের কাজে ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই যা হওয়ার, তা-ই হলো। মেয়েটি তার মনে কথাটাকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না। একদিন মাঝরাতে হঠাৎ স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে গলা নামিয়ে বিষয়টা জানিয়ে দিল। আর এটাই ছিল সেই মুহূর্ত, যখন আতোয়া নিজের আর পালক সন্তানের সর্বনাশের বীজ রোপণ করেছিলেন। মেয়েটির স্বামীও সেই কথাটা চেপে যাওয়ার বিষয়ে ভাবেননি। ঘটনার উত্তেজনা বইতে না পেরে তিনি কাছের এক বন্ধুকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে বলে দেন, আর বন্ধুটি টলেমির গুপ্তচর হওয়ায় যা হওয়ার তা-ই হলো। সাথে সাথেই ভবিষ্যদ্বাণী পৌঁছে গেল ফারাওয়ের কানে। আর এখন এ রকম সম্ভাব্য একটা সমস্যা তার জন্য বড় হয়ে যাওয়া খুব বেশি অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। তিনি মদ্যপ অবস্থায় প্রায় সময়ই মিসরের দেবতাদের গালিগালাজ করতেন। সঙ্গে বলতেন, রোমের সেনেথই তার একমাত্র দেবতা। তবে আসল ঘটনা ছিল ভিন্ন, তিনি ছিলেন ভীষণ ভিতু। আর এটা অন্য কেউ বলেনি, তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক বলেছিলেন। চিকিৎসক এটা জেনেছিলেন, কারণ, বিভিন্ন সময়ে অসংখ্য রাত একসাথে থাকার কারণে তিনি অনেকবারই প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিষয়টা। তিনি রাতের বেলা যখন একাকী থাকতেন, তখন আর্তনাদ করে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করতেন। তার ভয় ছিল পাছে কেউ তাকে খুন করে তার আত্মাকে বিনষ্ট করে দেয়!

এ ছাড়া এই ঘটনার প্রমাণ আরও পাওয়া যায়। যেমন যখন কোনো বিপদে তার সিংহাসন একটু কেঁপে উঠত, তখন তিনি ভয় পেয়ে যেতেন। আর মন্দিরে মন্দিরে উপহার পাঠিয়ে ওরাকলদের কাছ থেকে দৈববাণী প্রার্থনা করতেন, বিশেষ করে ফিলার মন্দিরের দৈববাণী। অতএব, যখন তিনি জানতে পারলেন যে অ্যাবাউদিসের বিশাল ইতিহাসসমৃদ্ধ প্রাচীন মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের স্ত্রী এমন এক ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে তার

সন্তান একদিন টলেমির ক্ষমতার ইতি টেনে ফারাও হবে, স্বাভাবিকভাবেই তখন বিষয়টা উপেক্ষা করার মতো হলো না। যদি ওই সন্তান কোনো সাধারণ ঘরের হতো, একটা কথা ছিল। সে সবচেয়ে বড় মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের ছেলে। তিনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি তার কয়েকজন বিশ্বস্ত প্রহরীকে ডেকে আনলেন। তিনি এই বিষয়েও ঝুঁকি নিতে চাননি। তাই যাদের ডেকেছিলেন, তারা রক্তে গ্রিক হওয়ার কারণে মিসরের প্রতি কোনো প্রকার দেশপ্রেম বা মায়া অনুভব করত না। যেকোনো অন্যায় করার জন্য তাদের মধ্যে কোনো ভয় বা অনুশোচনাবোধ ছিল না। টলেমি তাদের আদেশ দিলেন যে নীল নদ পার হয়ে অ্যাবাউদিসে গিয়ে প্রধান পুরোহিতের সন্তানকে যেন হত্যা করা হয়। আর প্রমাণ হিসেবে যেন মাথা কেটে সাথে করে নিয়ে আসা হয় টলেমির জন্য।

শাসকের আদেশ শুনে রওনা হয়ে যায় খুনিরা। ভাগ্যের সহায়তা কিংবা ঈশ্বরের ইচ্ছা, যা-ই বলা হোক না কেন, যে নৌকায় করে প্রহরীরা রওনা হলো, ভাটার ফলে সেটা নদীর চড়ায় আটকে গেল। উত্তরের প্রবল বাতাসে সেটা প্রায় ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে রক্ষীরা চিৎকার করে সাধারণ মানুষদের কাছে সাহায্য চাইতে শুরু করল। আশপাশে থাকা মানুষেরা সাহায্য করার জন্য ছুটে গেল। কিন্তু কাছে গিয়ে আবিষ্কার করল, নৌকার আরোহীরা তাদের অঞ্চলের কেউ নয়, প্রকৃতপক্ষে গ্রিক রক্তের। তখন তারা সাহায্য করতে রাজি হলো না। আর উপায় না দেখে প্রহরীরা বলল, তারা এখানে নিজেদের ইচ্ছায় আসেনি। তারা আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিক, ফারাওর হুকুম পালন করতে এসেছে। তখন সাধারণ মানুষ আরও বেশি কৌতূহলী হলো। তারা তাদের হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। বলল, হুকুমটা কী, না জানালে তারা সাহায্য করবে না। প্রাণের ভয়ে রক্ষীদলের একজন আর উপায় না দেখে বলেই ফেলল, তারা প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাতের শিশুপুত্রকে হত্যা করতে এসেছে। লোকজন এতে উল্টো আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তাদের মন্দিরপ্রধানের একমাত্র ছেলেকে হত্যা! শুধু শুধু এমন করতে যাওয়ার কারণে লোকজন রেগে উঠতে শুরু করল। প্রহরীরা উপায় না দেখে জানাল যে ছেলেটা মিসর থেকে গ্রিকদের বিতাড়িত করে ফারাও হবে, এমন ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে। উপস্থিত মানুষেরা ঘটনার গুরুত্ব না বুঝেই অবশেষে রক্ষীদের উদ্ধার করতে রাজি হলো। কিন্তু ওই লোকজনের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি আমার মায়ের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। আর তিনিও মায়ের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কথাটি শোনামাত্র দ্রুত ছুটতে শুরু করলেন। ছুটতে ছুটতে মন্দিরে হাজির হয়ে আমাকে খুঁজে বের করলেন। আর সেই সঙ্গে বাবাকেও খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলেন। এমন পরিস্থিতিতে কী করা দরকার, তার আদেশেই করবেন। কিন্তু বাবাকে তখন আশপাশে পাওয়া গেল না। এদিকে খুনিরা এগিয়ে আসছিল।

তাই তিনি সামনে আর কাউকে না পেয়ে আতোয়াকেই বললেন, টলেমি সব জেনে ফেলেছে। ওর খুনিরা এগিয়ে আসছে। খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত ওরা ছাড়বে না।

তখন লোকটি একটি ছোট্ট শিশুকে খেলা করতে দেখে 'ওই ছেলেটা কার?' প্রশ্ন করলেন।

আতোয়া ভয় পাওয়া গলায় উত্তর দিলেন, 'আমার নাতি।' লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওর মায়ের জন্যই এই অবস্থা। তোমার কর্তব্য নিশ্চয়ই জানো।' তিনি শিশুটির দিকে ইশারা করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'আমার ওপর ক্ষুণ্ন হোয়ো না। আমার ওপর যা আদেশ, আমি ঈশ্বরের নামে সেটাই করছি।'

আতোয়া জড় বস্তুর মতো দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকলেন। কারণ, শিশুটির কপালে কী ঘটতে চলেছে, তিনি জানেন। এ পরিস্থিতিতে ভেঙে না পড়ে তিনি তার দায়িত্ব পালনের জন্য যা করা প্রয়োজন, তা-ই করলেন। তিনি শিশুটিকে নিয়ে গোসল করিয়ে একটা রেশমি কাপড় পরিয়ে আমার জন্য বরাদ্দ দোলনায় শুইয়ে রাখলেন। আর আমাকে দোলনা থেকে তুলে নিয়ে গেলেন। ময়লা-অপরিচ্ছন্ন ছেঁড়া পোশাক পরিয়ে ছেড়ে দিলেন ধুলাবালুর মধ্যে। ছোট্ট আমি মহানন্দে খেলতে থাকলাম।

ঘটনা ঠিকঠাক সাজানো সম্পন্ন হলে ছুটে আসা লোকটি লুকিয়ে পড়লেন। আর এদিকে প্রহরীরাও হাজির। তারা আতোয়ার কাছে জানতে চাইল বাড়িটা প্রধান পুরোহিত আমেনেমহাতের কি না। আতোয়া বললেন, 'হ্যাঁ।' আর সাথে সাথে তাদের জন্য নানা খাবার নিয়ে এলেন। সৈনিকেরা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসায় ছিল ক্ষুধার্ত। তাই তারা খাবার খেয়ে নিল।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলে একজন প্রশ্ন করল যে দোলনায় শায়িত শিশুটি আমেনেমহাতের ছেলে কি না। আতোয়া এবারও জবাবে বললেন, 'হ্যাঁ।' তারপর তিনি বলে চললেন শিশুটি বড় হয়ে কীভাবে সকলকে শাসন করবে। কারণ, এই রকমই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল।

কিন্তু এ কথায় গ্রিক রক্ষীরা হেসে উঠল আর তাদের একজন শিশুটিকে তুলে নিয়ে তলোয়ারের এক কোপে তার মাথা কেটে ফেলল।

তারপর আতোয়া আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার শুরু করলে একজন বলল যে তারা টলেমির আদেশেই এই কাজ করেছে। আর যাওয়ার আগে বলল, 'মহামান্য প্রধান পুরোহিতকে বলবে তার মাথাছাড়া ছেলে সিংহাসনে বসে মিসর শাসন করবে।'

চলে যাওয়ার পথে ওরা আমাকে দেখল ধুলাবালুর মধ্যে খেলছি।

'আরে, এখানে দেখি ভবিষ্যৎ ফারাওয়ের আরও একজন আছে।'

তারপর নিজেদের মধ্যে ওরা বলাবলি করল আমাকে নিয়ে কী করবে। তখন একজন বলল যে শুধু শুধু একটা নিরপরাধ শিশুকে হত্যা করে পাপ নেওয়ার মানে নেই। তারা শুধু ওই ছেলের কাটা মাথা নিয়েই ফিরে গেল।

ছেলেটার মা-বাবা ফিরে এসে ঘটনা জানতে পেরে রাজ্যের বিলাপ শুরু করলেন। তারা আতোয়াকে একপ্রকার খুন করেই ফেলতেন, যদি না বাবা সেখানে উপস্থিত থাকতেন। বাবা তাদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে গেলেন।

আজ এখানে বসে যখন ভাবি, আমি বুঝতে পারি, ঈশ্বর সেদিন আমাকে রক্ষা না করে মৃত্যু উপহার দিলেই ভালো করতেন।

এরপর বাবা নিজেই প্রচার করলেন যে পুত্রশোক কাটাতে তিনি হার্মাচিসের বদলে আমাকে দত্তক নিয়েছেন।

২

ওই শিশু হত্যার মধ্য দিয়েই টলেমি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। কারণ, এরপর আর কেউ আমাদের বিরক্ত করেনি। তিনি ওই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে ঘাঁটাননি। কারণ, তিনি ওই ছেলের কাটা মাথা নিয়েও বিরাট এক রসিকতা করেছিলেন। তিনি তখন রোজকার মতো মদ পান করে মিসরের দেবতাদের গালিগালাজে ব্যস্ত, যখন রক্ষীরা তার কাছে মাথাটা নিয়ে হাজির হয়। ওটা দেখে হো হো করে হেসে ওঠেন রাজা। আর তার পাশে বসা এক মেয়ে আরও এককাঠি এগিয়ে বলল, 'আরে, এ তো সত্যিই ফারাও। শুধু ফারাও নয়, মিসরের সবচেয়ে বড় আর শ্রেষ্ঠ ফারাও। আর ওর নাম ওসাইরিস।'[১]

এ কথায় রাজা খুব বিরক্ত হলেন। একে তো তিনি দেবতাদের মাঝেমধ্যেই ভয় পেতেন। তার ওপর তিনি প্রধান পুরোহিতের ছেলেকে হত্যা করিয়েছেন।

'যা, তুইও ওর সাথে যা। এই ওসাইরিসের সেবা কর গিয়ে।'

এই ঘটনার পর একটা অদ্ভুত বিষয় ঘটে। টলেমি বাঁশি বাজানোর প্রতিভা হারিয়ে ফেলেন। আর এই ঘটনাও ছড়িয়ে যায় সমগ্র মিসরে। মিসরের লোকজন দেবতা ভীরু হওয়ার কারণে এই ঘটনা নিয়ে গানও বানায়—

---

[১] মিসরের দেবতা হিসেবে পরিচিত ওসাইরিসের কাহিনিতে ওসাইরিসকে একবার ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়। তার লাশ নীল নদে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর দেবী আইসিস সেই লাশ নিয়ে ওসাইরিসকে পুনরায় জীবিত করেন।